যায়যায়দিন

তারিখ 08 JAN 2008
পৃষ্ঠা কলাম

সার্কের জন্ম বৃত্তান্ত বিতর্ক নিয়ে বোর্ড চেয়ারম্যান

বিভ্রান্তির অবসান হবে ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে

সাথীয়া খান

২০০৮ শিক্ষাবর্ষের সংশোধিত মাধ্যমিকের বইয়ে সার্ক নিয়ে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে সার্কের জন্ম নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ বিভ্রান্তির' অবসান হবে ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে। এ কথা জানালেন ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মছিরউদ্দিন।

আগের বইতে ছিল, ১৯৮৫ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় সার্কের আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সালের সংশোধিত বইয়ে বলা হয়েছে, ১৯৮৫ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় সার্কের জন্ম হয়। পাঠ্যপুস্তকে এ ধরনের তথ্য দেয়ায় নতুন করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল। পৃ ১৫ ›› ক ৪

বিভ্রান্তির অবসান হবে ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিগত বছরগুলোতে এনসিটিবির প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বিভিন্ন বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে তথ্য দেয়া হয়েছিল তাতে নানা বিতর্কের জন্ম হয়েছে। এসব বিতর্ক কাটিয়ে উঠতে এনসিটিবি নতুন করে ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের বইতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য সংযোজন করেছে। কিন্তু নবম-দশম শ্রেণীর পৌরনীতি বইয়ে বলা হয়েছে, ১৯৮৫ সালে এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় সার্কের জন্ম হয়।

জেনারেল এরশাদের উদ্যোগে সার্কের জন্ম হয়েছে- মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তকে এ ধরনের তথ্যকে ইতিহাস বিকৃতি ও মিথ্যাচার বলে অভিহিত করেছেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, সার্কের প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন জিয়াউর রহমান। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান জিয়াউর রহমানকে স্মরণ করেছিলেন সার্কের প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে।

তিনি আরো বলেন, মূলত জিয়াউর রহমানই প্রথম ১৯৮০ সালে দক্ষিণ এশিয়ান দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের কাছে চিঠি লিখে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। যে কারণে ১৯৮৫ সালের সার্ক সম্মেলনে সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা জিয়াউর রহমানকে বিশেষভাবে স্মরণ করেছিলেন এবং তার মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। এরপর সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে ২০০৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে জিয়াউর রহমানকে প্রথম সার্ক পদক দেয়া হয়। সার্কের গঠন এবং তাতে জিয়াউর রহমানের অবদান- সবই ঐতিহাসিক সত্য। এসব বিষয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অজানা থাকার কথা নয়।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান মছিরউদ্দিন বলেন, পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম সার্ক গঠনের স্বপ্ন দেখেন। তিনি যে সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা তা আগের এবং বর্তমান বইতে স্বীকার করা হয়েছে। এরশাদের বিষয়ে খানিক অংশ পরিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়ে যেসব সমালোচনা এসেছে তা আমরা গ্রহণ করছি। তিনি বলেন, সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি এটাকে ভুল মনে করলে ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের বইয়ে তা পরিবর্তন করা হবে। যেহেতু চলতি শিক্ষাবর্ষের বই ছাপা হয়ে গেছে সেহেতু এ বছর তা আর সংশোধন করা যাবে না।

এনসিটিবির উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জিয়াউল হাসান যায়যায়দিনকে বলেন, সার্ক প্রসঙ্গে শব্দচয়নগত ভুল হতে পারে। কিন্তু সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান- এ কথাটি ছাপানো লেখার মধ্যে স্বীকার করা হয়েছে।

এনসিটিবির সদস্য প্রফেসর ফারুক আহমেদ বলেন, ডকুমেন্ট অনুসারেই বিভিন্ন তথ্য লেখা হয়ে থাকে। ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে পাঠ্যবইয়ে কোনো কিছু লেখার সুযোগ নেই। বর্তমান বইয়ে যদি কিছু ভুল থাকে তা হলে তা সংশোধন করা হবে।

এ বিষয়ে এনসিটিবির সচিব প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন, সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বাদ দেয়া হয়নি। তবে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে 'উদ্যোগে' ও 'জন্ম' ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শুধু শব্দ চয়নে ভুল হয়েছে। এটি আগামী সেশনে সংশোধন করা হবে।

বিএনপি নেতা খোন্দকার দেলোয়ার বলেন, ইতিহাস থেকে জিয়াউর রহমানের নাম মুছে ফেলা এবং শিক্ষার্থীদের মিথ্যা ইতিহাস পড়তে বাধ্য করার চক্রান্ত চলছে। একই সঙ্গে বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক 'ধানের শীষ' হওয়ায় অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে ফররুখ আহমেদ রচিত 'ধানের দেশ' কবিতাটিও বাদ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এনসিটিবির উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. হাসনা হেনা বেগম বলেন, আমরা স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। এ কারণে ওই বইয়ে 'ধানের দেশ' কবিতাটি বাদ দিয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের 'অবাক সূর্যোদয়' কবিতাটি গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত বলে এ কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।